দৈনিক খবর

তারিখ ... 15 NOV 1990
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

৩৩ দিন পর ঢাকা ভার্সিটি আজ খুলছে

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

দীর্ঘ ৩৩দিন সরকার ঘোষিত অনির্ধারিত বন্ধের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ বৃহস্পতিবার ক্লাস শুরু হচ্ছে। গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আবাসিক হলগুলো খুলে দেয়া হয়েছে। ২-এর পাতায় দেখুন

৩৩ দিন পর ঢাকা ভার্সিটি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রাক্কালে উপাচার্য অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল আবাসিক হল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য খুলে দেয়া হয়েছে। সকাল ৭টা থেকে বিভিন্ন আবাসিক হলের গেট খুলে দেয়া হয়। এবারে কোন পুলিশ ছাড়াই হল গেটে রক্ষিত খাতায় নাম লিখে ছাত্র-ছাত্রীদের ভেতরে প্রবেশ করতে দেয়া হচ্ছে। গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত বিভিন্ন আবাসিক হলে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির সংখ্যা ছিল খুবই কম।

এদিকে আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস শুরু হচ্ছে। গত ১৩ই অক্টোবর এক সরকারী ঘোষণায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ মহানগরীর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারী এ বন্ধের মেয়াদ গত ১২ই নভেম্বর শেষ হয়। তবে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা সরকারী বন্ধ শেষ হবার একদিন আগেই ক্লাস শুরু করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট আজ থেকে ক্লাস শুরুর সিদ্ধান্ত নেন।

উপাচার্যের আহবান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এম মনিরুজ্জামান মিঞা গতকাল বুধবার এক বিবৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিখা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

বিবৃতিতে উপাচার্য বলেন, "দীর্ঘ ১ মাস ২ দিন বন্ধ থাকার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আজ ১৫ই নভেম্বর আবার তার স্বাভাবিক শিক্ষা জীবন শুরু করতে যাচ্ছে। হঠাৎ করে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক, কর্মচারী, অভিভাবক সবাই হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। দেশবাসীর উদ্বেগও নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সকলেই অত্যন্ত অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় আবার কবে তার স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাবে।"

তিনি বলেন, "মাসাধিককাল বন্ধ থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা জীবনের যে ক্ষতি হয়েছে কোনো পরিসংখ্যান দিয়ে তার মূল্যায়ন করা যাবে না। দীর্ঘদিন ধরে জমে ওঠা সেশন জট দূর করার যে চেষ্টা নেয়া হয়েছিল অন্যান্য অনেক কিছুর সঙ্গে সেক্ষেত্রেও আমরা আবার পিছিয়ে গেলাম। সর্বোপরি শিক্ষাঙ্গনে যদি আস্থাহীনতা ও নিরাপত্তাবোধের অভাব ঘটে তাহলে বিদ্যাভ্যাস যে কায়িক শ্রমের উর্ধ্বে উঠতে পারে না সেও তো আমরা জানি।"

উপাচার্য বলেন, "তবু আমাদেরকে কোনো অবস্থাতেই হতাশ হলে চলবে না। আমরা বিশ্বাস করি যে, অতীতের মতো আগামীতেও আমরা সমস্ত প্রতিবন্ধকতা-পার হয়ে এগিয়ে যেতে পারবো। এর আগেও যেমন বহুবার বলা হয়েছে এখনও আমরা বলতে চাই যে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সমস্ত সমস্যা সততা, আন্তরিকতা ও নিরপেক্ষতার সাথে মোকাবিলা করতে ইচ্ছুক। কিন্তু সমস্যা সমাধানে সর্বাগ্রে যা প্রয়োজন তাহলো সকল মহলের আন্তরিক চেষ্টা ও পারস্পরিক সহযোগিতা। তাই বিশেষভাবে ডাকসু, ছাত্র সংগঠন ও সংসদগুলোর কাছে আমার আবেদন থাকবে তারা যেন লক্ষ্য রাখে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে শিক্ষার স্বাভাবিক জীবনে বাইরের হস্তক্ষেপের কোনো অজুহাত সৃষ্টি না হয় এবং অন্তর্ঘাতের কোনো ঘটনা না ঘটে। একই সাথে আমরা আশা করি সংশ্লিষ্ট সকল মহল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম যাতে অব্যাহত থাকে সে বিষয়ে আমাদের সাথে সহযোগিতা করবেন।"

STATISTICS
SHEET OF SHEETS